তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৮১

**আওয়ামী লীগকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা যাবে না**

 **---এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

পানিসম্পদ উপ-মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, আওয়ামী লীগকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা যাবে না। এ দলের শিকড় অনেক গভীরে। আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল। উর্দি পরে ক্ষমতারোহণ করা দল নয়। এই দলের জন্মই হয়েছিল মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, মুক্তির জন্য। দেশের ৭০ ভাগ মানুষ এখনো বঙ্গবন্ধুকন্যাকে সমর্থন করে। কাজেই এই দলকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা সম্ভব না। আন্দোলনে ব্যর্থ, নির্বাচনে পরাজিত হতাশ বিএনপির নেতাকর্মীরা সরকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু সম্ভব না।

মন্ত্রী আজ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শরীয়তপুরের সখিপুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে থানা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক শামীম বলেন, বিএনপি সেনা ছাউনিতে জন্ম। খুনি জিয়াউর রহমান উর্দি পরে ক্ষমতা দখল করে। পরে নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করারও চেষ্টা করে। আর্মি রুলস ভঙ্গ করে একটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও করে। ভোট কারচুপি ও ভোটচুরির কালচার তো সেখান থেকে শুরু। এরপর বিএনপি নামক সেই দল করে। সেই দলের নেতারা বলেন, সরকারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। তিনি বলেন, আপনারা তো কত বছর হলো আন্দোলন করছেন? একদফা দিয়ে পতন ঘটাবেন? পেরেছেন? জনগণ আপনাদের সাথে আছে? কারণ আপনারা তো জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করেন না।

বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শামীম বলেন, আপনারা ক্ষমতায় থাকলে অর্থ লুটপাট, দুর্নীত। আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে মানুষ হত্যার রাজনীতি করেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করে। সে কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে সর্বজনীন পেনশন ঘোষণা করেছেন। মানবিক ও সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষ্যেই ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা চালু করেছেন। সরকার ২২ প্রকার ভাতা দেয়া হয়।

তিনি বলেন, যে কুষ্ট রোগীর পাশে আত্মীয়-স্বজনও যায় না, যে বেদে সম্প্রদায় নৌকায় বসবাস করে, যারা ঘর বাঁধে না, যে মানুষটি মানুষের ধারে ধারে ভিক্ষা করতো, রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজতো, সে কখনো পাকা দালানের স্বপ্ন দেখতো না। সে স্বপ্ন দেখতো আমার যদি একটি দোচালা ঘর হতো, তাদের স্বপ্নকেও হার মানিয়ে শেখ হাসিনা জমির মালিকানাসহ ইতোমধ্যে সাড়ে আট লাখ পাকা টিনশেড ঘর করে দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে শেখ হাসিনার রাজনীতি। এখানেই আওয়ামী লীগ আর বিএনপির রাজনীতির পার্থক্য।

জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করে পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম বলেন, খুনি জিয়াউর রহমান জাতির পিতার হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। খুনিদের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে পদোন্নতি দিয়েছেন, পদায়ন করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন। তিনি সংবিধান ভূলুণ্ঠিত করেছেন। সংবিধান কাঁটাছেড়া করেছেন। পঞ্চম সংশোধনী করে হত্যাকারীদের বিচারের আওতার বাহিরে রেখেছেন। এভাবে তিনি আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত করেছেন। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন, হত্যা করেছেন। তার সকল কর্মকাণ্ড ৪৮ বছর ধরে বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, খুনি জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের নেপথ্যের প্রধান কুশীলব। নেপথ্যের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকারী।

তিনি আরো বলেন, খুনি জিয়া নিরপরাধ ও মুক্তিযোদ্ধা অনেক সেনা কর্মকর্তাকে ‘মার্শাল ল’ এর মাধ্যমে হত্যা করলেও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরষ্কৃত করেছিলেন। আমরা জানি, জিয়াউর রহমান মার্শাল ল আদালতে কত নিরীহ, নিষ্পাপ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। সেই জিয়াউর রহমান মার্শাল ল এর মাধ্যমে বহু মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদেরকে হত্যা করেছে। নিরীহ সেনা কর্মকর্তাদেরকে হত্যা করেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদেরকে মার্শাল ল’ এর আওতায় আনেন নাই। বরং খুনীদের বিভিন্নভাবে পুরষ্কৃত করা হয়েছিল।

সখিপুর থানা আওয়ামী লীগ ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান মানিক সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে, সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান সিকদার। এসময় জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান এমএ কাইউম, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার, সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জিতু মিয়া বেপারী, আলী আকবর পাইক, সহ-কহিনুর সুলতানা দোলা, আনোয়ার হোসেন বালা, নাসির সরদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মানিক সরদার প্রমূখ।

#

গিয়াস/আরমান/আব্বাস/২০২৩/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৮০

**আগস্ট মাস আমাদের শোক আরো বাড়িয়ে দিয়েছে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। বাঙালি জাতির দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার মাস। এই মাস আসলে আমরা শোকে কাতর হয়ে যাই। এ মাস আসলে আমাদের শরীরের রক্ত ফিনকি দিয়ে ওঠে। এ মাস আসলে আমাদের মনে হয় লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে। আমরা মুজিব হত্যার বিচার করেছি। মুজিব হত্যার বদলা নিতে পারি নাই। আমরা সেই সংগ্রামে আছি। আমরা হত্যার পরিবর্তে হত্যায় বিশ্বাসী না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কর্মী বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়ে জীবন দিয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে । আমাদের ঘরছাড়া করা হয়েছে, বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে, আমাদের জীবন যৌবন কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা আপোষ করে নাই। আমরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়ে আসছি। জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়ারা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করে নাই বরং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার যাতে না হয় সেজন্য ইনডেমনিটি এক্ট তৈরি করে বিচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এরকম অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা লড়াই করেছি, সংগ্রাম করেছি। আমাদের আস্থা ছিল বাংলার মানুষের ওপর, বাংলার জনগণের ওপরে। বাংলার মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রেখেছে কিন্তু সেই আস্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান, ৮৬ সালে এরশাদ, ৯১ সালে এবং ২০০১ সালে ষড়যন্ত্রের ভোটের মাধ্যমে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরলের বিজোড়া ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজোড়া ইউনিয়ন আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগস্ট মাস আমাদের শোক আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে শেখ হাসিনার উপর হামলা করা হয়েছে। তারেক জিয়ার নির্দেশে, খালেদা নিজামী সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশে সেদিন শান্তি সমাবেশে হামলা করা হয়েছে। সেখানে আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মী হতাহত হয়েছে। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট আগস্ট মাসে সারাদেশে ৬৩টি জেলায় ৫০০ জায়গায় একযোগে বোমা হামলা করে ভীতসন্ত্রস্ত পরিবেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যাতে কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে। খালেদা নিজামীর দুঃশাসনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। ২৬০০০ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। এই মহান সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। তাকে প্রায় ২১ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে দমানো যায়নি। কারণ তার ধমনীতে বঙ্গবন্ধুর রক্ত। এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য বাবার মত রক্ত দিতে তিনি প্রস্তুত। এত বড় শোক, এত বড় দুঃখ কষ্ট নিয়েও এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তিনি কাজ করে চলেছেন। এ বাংলাদেশকে তুলে ধরার জন্য লড়াই করছেন, সংগ্রাম করছেন। তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বাংলার মানুষের জন্য এত উন্নয়ন বিএনপির সহ্য হয়না, তাদের কষ্ট হয়। খালেদা জিয়া, তারেক রহমান রংপুরের মানুষকে মফিজ বলে অপমান করেছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রংপুরসহ সারাদেশের উন্নয়ন হয়েছে। রংপুরে আর মফিজ নাই। রংপুরের মানুষ বিএনপিকে মফিজ বানিয়ে দিয়েছে।

বিজোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিরল উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সবুজার সিদ্দিক সাগর, সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায়, বিজোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান আলী সরকার।

#

জাহাঙ্গীর/আরমান/আব্বাস/২০২৩/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৭৯

**সময় বদলে গেছে, বিএনপির আচরণ এখন সুবোধ বালকের মতো**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সময় বদলে গেছে, যারা মানুষ পোড়ানোর রাজনীতি করে, হরতাল-অবরোধের রাজনীতি করে, গাড়ি ভাঙচুর করে সেই বিএনপির সাথে এখন আর বিদেশিরাও নেই। সরকারের কঠোর অবস্থান এবং আমাদের নেতাকর্মীদের সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেক্ষিতে বিএনপি এখন সুবোধ বালকের মতো আচরণ করছে।’

আজ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদার অডিটোরিয়ামে রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ সব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি এখন লিফলেট বিতরণ এবং হাঁটা কর্মসূচি দিয়েছে। সম্ভবত এরপর দৌড়ানো অথবা বসা কর্মসূচি দেবে। তবে, তারা যদি মানুষকে হয়রানি, গাড়ি পোড়ানো বা সহায়-সম্পত্তি নষ্টের অপচেষ্টা চালায় আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবো।’

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘খালেদা জিয়ার জঙ্গি বাহিনী ১৭ই আগস্ট সারা দেশের পাঁচ’শ জায়গায় বোমা ফাটিয়েছিল। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ’শ ষাট জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করেন। আমরা নতুন নতুন মসজিদ বানাই আর তারা বাইতুল মুকাররমে কোরআন শরীফ পোড়ায়। আমরা স্কুলের বাচ্চাদের বিনামূল্যে বই দেই, আর ওরা বই পোড়ায়, গাড়ি ও মানুষ পোড়ায়। এটাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির পার্থক্য।’

বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দিবানিশি কাজ করে যাচ্ছেন। তার জাদুকরি নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ব আজ আমাদের প্রশংসা করছে, পাকিস্তান আমাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তিনি বলেন, ‘সারা দেশের মানুষ যখন ঘুমান, তখন শেখ হাসিনা কাজ করেন। যখনই কোনো দুর্যোগ দূর্বিপাক হয় শেখ হাসিনা ঘুমান না। এইভাবে তিনি দেশকে করোনামুক্ত করেছেন, করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে তিনি পৃথিবীর কাছে উদাহরণ।’

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল মোনাফ সিকদারের সভাপতিত্বে ও প্রচার সম্পাদক এমরুল করিম রাশেদ ও মাহমুদুল হাসান বাদশার সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা স্বজন কুমার তালুকদার, জহির আহমেদ চৌধুরী, আবুল কাশেম চিশতি, উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদার, ইকবাল হোসেন, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামসুদ্দোহা সিকদার আরজু, ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুল হক হিরো, শেখ ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, শফিউল আলম এবং পৌরসভা আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম চৌধুরী।

#

আকরাম/আরমান/আব্বাস/২০২৩/২১২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৭৮

**ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পারস্পরিক সহোযোগিতায়**

**বিভিন্ন খাতে এগিয়ে যেতে চায় বাংলাদেশ**

 **- - - আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বাংলাদেশের ডিজিটাল ইকনোমিতে ডিপিআই এর গুরুত্ব তুলেধরে বলেছেন, রেলওয়ে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জুডিশিয়ারি, কৃষি, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পারস্পরিক সহোযোগিতায় আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

প্রতিমন্ত্রী আজ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে হোটেল তাজ ওয়েস্ট ইন্ডে, বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর ফোরাম জি-২০ সম্মেলনে ‘Digital public infrastructure (DPIs) for a vibrant Digital Economy’ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনাকালে এ কথা বলেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের আইসিটি প্রতিমন্ত্রী একটি প্রাণবন্ত ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোর গুরুত্বও তুলে ধরেন।

গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের কেন্দ্রীয় রেল যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, জি-২০ ভুক্ত বিভিন্ন দেশের এবং জাতিসংঘ, ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিভিন্ন দেশের আলোচকগণ ডিজিটাল ইকোনমি তে ডিপিআই এর গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন । এছাড়া ওপেন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জুডিশিয়ারির, ফিনটেক প্রযুক্তিসহ ভিভিন্ন প্রযুক্তি শেয়ার, পলিসি, সাইবার সিকিউরিটির নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বহুপাক্ষিক ও গ্লোবাল প্রবলেম সলভিং প্ল্যাটফর্ম তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, জি-২০, বিশ্বের প্রধান প্রধান উন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর ফোরাম।

১৯টি দেশ এবং ইইউ নিয়ে গঠিত ফোরামটি বৈশ্বিক অর্থনীতির পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমন এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের মতো বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়ে আলোচনার প্ল্যাটফর্ম।

#

শহিদুল/আরমান/আব্বাস/শামীম/২০২৩/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৭৭

**বিএনপি মিথ্যা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে**

 **---খাদ্যমন্ত্রী**

সাপাহার (নওগাঁ), ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

বিএনপি সব সময় মিথ্যা কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

মন্ত্রী আজ নওগাঁর সাপাহারের গোয়ালা মিরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শোক সমাবেশ ও বিশেষ বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন। সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে বিএনপি দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। তাদের (বিএনপির) মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না। জণগণ তাদের মিথ্যা আশ্বাসে ভুল সিদ্ধান্ত নিবেনা।

মন্ত্রী বলেন, যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যকে হত্যা করেছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে হত্যা করার। ষড়যন্ত্রকারী ও খুনিরা জানত বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারলে বাংলাদেশকে হত্যা করা যাবে। আর এই হত্যার মাস্টারমাইন্ড ছিল জিয়াউর রহমান।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তার মরদেহ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই দাফন করা হয়েছে। কিন্তু জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর তার লাশও খুঁজে পাওয়া যায় । জনগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী করবে। এসময় তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে উন্নয়নের পথ বেছে নিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিএনপির সমালোচনা করে মন্ত্রী বলেন, তাদের সময়ে খাদ্য গুদাম খালি ছিল। মাত্র সাড়ে তিন লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত ছিল। এখন সরকারের গুদামে ২১ লাখ মেট্রিক টনের চাল মজুত আছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে মজুতের পরিমাণ আরো বাড়ানো হচ্ছে। গোয়ালা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুজ্জামান কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাপাহার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সামশুল আলম শাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রেজা সারোয়ার।

#

কামাল/আরমান/আব্বাস/২০২৩/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৭৬

**সরকার সবসময় উদ্যোক্তাদের পাশে আছে**

 **- পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী**

রাজশাহী, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

সরকার সবসময় উদ্যোক্তাদের পাশে আছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম। আজ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনি এলাকা রাজশাহীর চারঘাটের কালুহাটিতে পাদুকা শিল্পের উন্নয়নে একটি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি)-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে সরকার সবাইকে চাকরি দিতে পারে। আর এটা সম্ভবও নয়। একজন তরুণ উদ্যোক্তা এখন চেষ্টা করলে অনেক কিছু করতে পারে। নিজেকে একটি উদ্যোগী কাজে নিয়োজিত করে অনেক উপার্জন করার সুযোগ বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে। সরকার সবসময় উদ্যোক্তাদের পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, আপনাদের এমন কিছু করতে হবে, যা গতানুগতিক নয়, আর দশ জন করে না। তাহলে দেখবেন ভবিষ্যতে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না, সামনে এগিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় বলেন, ‘তোমরা চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোল।’

বাংলাদেশের কৃষিই ভবিষ্যতে ব্যবসার সবচেয়ে বড় একটি উপকরণ হতে যাচ্ছে উল্লেখ করে শাহরিয়ার আলম বলেন, বিশ্বব্যাপী মানব সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশে কৃষি বৃহৎ একটি খাত। ভবিষ্যতে কৃষিজাত পণ্য আমাদের ব্যবসার বড় অংশ দখল করে নেবে সে কারণে আমাদেরকে এখন থেকে কৃষিখাতে উদ্যোগী হতে হবে, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। এ সময় তিনি ব্যবসায়ীদের তড়িৎ ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন।

কালুহাটির পাদুকাশিল্পের উদ্যোক্তাদের সমস্যা সম্পর্কে সবসময় ওয়াকিবহাল আছেন জানিয়ে তিনি বলেন, সুখের দিনে আপনারা আমাকে না পেলেও দুঃখের দিনে অবশ্যই পাবেন। কালুহাটিতে নিজ উদ্যোগে পাদুকা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার উদ্বোধন হলো, যা এসএমই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার।

কালুহাটি এখন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারের কারণে কালুহাটিতে পাদুকাশিল্পের সম্ভাবনা আরও ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়ে যাবে। সবাইকে আরো দক্ষ হয়ে কাজ করে এই শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আলম, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মফিজুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) সরকার অসীম কুমার, এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান এবং চারঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোহরাব হোসেন। অনুষ্ঠানে কালুহাটি পাদুকা পল্লির উদ্যোক্তারাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/আরমান/সেলিম/শামীম/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৭৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক শূন্য শূন্য শতাংশ। এ সময় ৬০০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ৪১৮ জন।

#

সুলতানা/আরমান/শামীম/২০২৩/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৭৪

**’৭৫ এর মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করার যদি মিনিমাম**

**কোনো স্বপ্ন দেখা হয় তাহলে সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দু’টি রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারত সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না তিনি বিশ্বাস করতেন দ্বিরাষ্ট্রীয় তত্ত্বে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী ও সাহসী রাজনীতিবিদ। তিনি সুনিপুণভাবে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ছয় দফা দিয়েছেন। ছয় দফা বাঙালি জাতি বাস্তবায়ন করেছে। বঙ্গবন্ধু ৭০ এর নির্বাচনে একক নেতায় পরিণত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই স্বাধীনতা অর্জন- বঙ্গবন্ধুর দোষ এটুকুই। এ কারণেই ১৫ আগস্ট। এ কারণেই ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত ইতিহাস। আমাদের পরিষ্কার কথা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার জঘন্য অপরাধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ ধরনের জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করার যদি মিনিমাম কোন স্বপ্ন দেখা হয় তাহলে সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। সেই হাত ভেঙ্গে দেওয়া হবে‌ সেই হাত কেটে ফেলা হবে।

মন্ত্রী আজ দিনাজপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দিনাজপুর প্রেসক্লাব আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্বরূপ বকশী বাচ্চুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক শাকিল আহমেদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফুজ্জামান মিতা, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী দুলাল, দিনাজপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইমদাদ সরকার, দিনাজপুর চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি রেজা হুমায়ূন ফারুক চৌধুরী এবং সিভিল সার্জন বোরহানুল হক চৌধুরী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান ও ভারতের জাতির পিতার বিষয়ে সেসব দেশে কোনো দ্বিমত নেই। তারা ‘মূল স্পিরিটে’ এক জায়গায় আছে। বাংলাদেশের তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। একটি হলো স্বাধীনতার ইশতেহার-যেটা স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল মার্চের দুই তারিখে। দ্বিতীয়টি স্বাধীনতার ঘোষণা- যেটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তৃতীয়টি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র- যেটি ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগর অধ্যক্ষ ইউসুফ আলী পাঠ করেছিলেন। এগুলো হচ্ছে বেসিক বিষয়। এ জায়গাটায় যদি আমরা এক হই। আমরাতো বলি না আওয়ামী লীগ করতে। ৭৫এর খুনিরা ঘোষণাপত্রকে হত্যা করেছে, স্বাধীনতার ঘোষণাকে হত্যা করেছে। আজকে আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আছি, আমাদের লড়াইটা সেই জায়গায়। আর যারা এর বিরুদ্ধে তাদের লড়াইটা ওই জায়গায়। খুব পরিষ্কার। আমাদের এই সংগ্রামটা চালিয়ে যেতে হবে। বেসিক জায়গাগুলো তারা টেনে ধরতে চায়। জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে আমাদের সংবিধান পাল্টে ফেলতে চেয়েছিল, পারে নাই। সকল রাজনৈতিক দলের হাত পা তখন বাধা ছিল। সামরিক আইনের মধ্যেও তিনি তা করতে পারেন নাই। খন্দকার মোস্তাক ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পরবর্তীতে সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি তা পারেন নাই। সেই সংবিধানকে মেনে নিয়ে জিয়াউর রহমান ইনডেমনিটি এক্ট সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করেছেন।জিয়াউর রহমান যা পারেন নাই; তার সন্তানরা আজকে বলছে সংবিধান পাল্টে ফেলবে। কত বড় সাহস। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষেরা কি মরে গেছে? বাংলাদেশে ফয়েজ আহমেদ, এবিএম মুসা, গাফফার চৌধুরীর উত্তরসূরীরা কি মরে গেছে? মরে যায়নি। এখনো কলম আছে‌। এখনো কলমের কালি শুকায়ে যায়নি‌। এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অস্ত্র গর্জে ওঠে, এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গর্জে উঠে । কাজেই এ ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখার যে চিন্তাভাবনা সেগুলো বাদ দিতে হবে। এ দেশে থাকতে হলে ঘোষণাপত্র মানতে হবে, স্বাধীনতার ঘোষণা মানতে হবে। তারপরে এ বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ আছে। এর ব্যত্যয় হলে কোন সুযোগ নাই। যারা সামরিক আইন জারি করে দেশ চালিয়েছে, হ্যা না ভোট দিয়ে বাংলাদেশের ভোটাধিকার হরণ করেছে-তারা এখন আমাদেরকে গণতন্ত্রের কথা বলে। যারা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পুনর্বাসন করেছে, চাকরি দিয়েছে, তারা এখন বলে দেশে সুশাসন চাই, আইনের শাসন চাই। যারা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছে, তারা এখন বলে রাজনীতি করার পরিবেশ নাই।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী মির্জা ফখরুলের প্রসঙ্গে বলেন, ‘মির্জা ফখরুলকে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিল এত হাসিখুশি কেন? উনি বললেন, আমি দিবালোকের মতো দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্ষমতায় আসতেছি। উনি দিবালোকের মতো দেখতে পাচ্ছেন।’ আমি বলি কেন খুশি? কুখ্যাত রাজাকারের ছেলে আজকে জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর থেকে আর কি পাওয়া হতে পারে। শুধু ফখরুল নয় ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে যারা আছে তাদের সকলেরই মৃত্যু ভয় ঢুকে গেছে। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ তাদের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে হাজির হবে- ভোট কেন্দ্রে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই অত গর্জে ওঠার কোন বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের যে উন্নয়ন তা পৃথিবীর দেশে দেশে স্বীকৃতি মিলেছে। শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশের নেত্রী নন, তিনি পৃথিবীতে অবিসঙবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছেন। আমরা গর্ব করি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথিবীর রাজনীতির নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতায় চলে গেছেন। বিশ্ব নেতৃত্ব তাকে সেভাবেই দেখে এবং শেখ হাসিনাকে সেভাবে দেখে বলেই আজকে বাংলাদেশকে নিয়ে এত বেশি চিন্তা ভাবনা এত বেশি মাথাব্যথা। বাংলাদেশের মানুষ এ ভূখন্ডে আর কোন রক্তপাত চায় না। এ বাংলাদেশ ভূমিহীনদের আশ্রয় কেন্দ্র হবে, সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাবে, শিক্ষা পাবে, খাদ্যের নিরাপত্তা থাকবে, বাংলাদেশ একটি উন্নত স্মার্ট দেশ হবে। আমরা সেটি নিশ্চিত করেই আমাদের মূল যে বিষয় স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীনতার ইস্তেহার, ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করবো এবং তার নেতৃত্ব দিবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

#

জাহাঙ্গীর/আরমান/সেলিম/২০২৩/১৬.৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৭৩

**দেশকে এগিয়ে নিতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো বিকল্প নেই**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, দেশকে এগিয়ে নিতে উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো বিকল্প নেই। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, নিরাপদ, সুখী-সমৃদ্ধ, সোনার বাংলা গঠনে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। দেশ ও জাতির স্বার্থে বর্তমান সরকারকে নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্যথায় জাতির ভাগ্যাকাশে অমানিশার অন্ধকার নেমে আসবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত তিন দিনব্যাপী (১৮-২০ আগস্ট) বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান যার নেতৃত্বে ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল, সেই খুনি জিয়ার পক্ষে রাজপথে স্লোগান দেয়া হয়- যা এ জাতির জন্য অত্যন্ত দুভার্গ্যজনক। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী স্মৃতিচারণ করে বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর আমার কি অনুভূতি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার জন্য বেশ কঠিন। কে এম খালিদ বলেন, আমি শুনে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। তখন বেতারে এ সংবাদ শোনার পর বারবার মনে মনে ভেবেছিলাম এটা যেন সত্য না হয়। নির্মম, নিষ্ঠুর সত্যকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আবুবকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ।

সংস্কৃতি সচিব বলেন, জাতির পিতার জীবনাদর্শকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক প্রদর্শনী আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ। সেজন্য গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি বলেন, আগামীতে দেশব্যাপী এ ধরনের পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। তিনি আরো জানান, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই দেশের আটটি বিভাগে বইমেলা আয়োজিত হবে।

উল্লেখ্য, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত এ পুস্তক প্রদর্শনীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নয়টি দপ্তর-সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। দপ্তর-সংস্থাগুলো হলো যথাক্রমে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস।

#

ফয়সল/আরমান/সেলিম/২০২৩/১৫.৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৭২

**মানবিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে সর্বজনীন পেনশন চালুকে অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ বিএনপি**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'দেশের প্রান্তিক মানুষের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রকে মানবিক করার ক্ষেত্রে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর বিরাট উওদ্যোগ নিলেও বিএনপিসহ নাগরিক সমাজের একাংশ এটিকে অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। সব কিছুতে না বলার সংস্কৃতি এবং না বলার রাজনীতি রাষ্ট্রের জন্য ভালো নয়।'

চট্টগ্রামে আজ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-রেড ক্রিসেন্ট ফিজিও অর্থোপেডিক পুনর্বাসন সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, বিশ্ব সম্প্রদায় থেকেও তা প্রশংসিত হচ্ছে। শুধু প্রশংসা করতে পারে না আমাদের দেশের বিএনপিসহ কিছু দল, আর কিছু ব্যক্তিবিশেষ। এটি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য। কাজ করলে সমালোচনা হবে, যে যাই বলুক না কেন, যতই সমালোচনা করুক না কেন, আমরা সমালোচনাকে সমাদৃত করার মানসিকতা পোষণ করি। সেই কারণে আমরা মনে করি সমালোচনা করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্ধের মত সমালোচনা ভালো নয়।'

হাছান মাহমুদ বলেন, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার মধ্যে চারটি প্রোগ্রাম আছে। তার মধ্যে একটি প্রোগ্রাম একেবারে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য। তিনি যত চাঁদা দেবেন, সরকার সমপরিমাণ চাঁদা সেখানে দিয়ে দেবে। তিনি যদি মাসে এক হাজার টাকা দেন সরকার আরো এক হাজার টাকা দিয়ে দেবে। সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করার ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রকে মানবিক করার ক্ষেত্রে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা একটি বিরাট উদ্যোগ।

মন্ত্রী বলেন, 'নাগরিক সমাজের কিছু সদস্য, যারা কারণে-অকারণে জাতিকে জ্ঞান দেন, তারাও প্রধানমন্ত্রীর সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুকে অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন। হয়তো ক’দিন পরে দেখা যাবে তারা এর মধ্যে কি ভুল আছে সেটি বের করার চেষ্টা করবে। এরা কোন কাজ করে না, অন্যে কি কাজ করে সেটির ভুল ধরে। আমি এজন্য ওদের নাম দিয়েছি ‘ভুল ধরা পার্টি’। রাত বারোটার পরে এই ‘ভুল ধরা পার্টি’ টেলিভিশনে সরব হয়।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানবিক ও সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষ্যেই ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা চালু করেছেন। এখন সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২ প্রকার ভাতা দেয়া হয়। প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মানুষ নানা প্রকারের ভাতা পায়। আজকে মানুষের স্বপ্নকেও হার মানিয়ে শেখ হাসিনা ছিন্নমূল মানুষকে জমিসহ ঘর করে দিচ্ছেন।'

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দেশের মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে উল্লেখ করে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, দেশে নতুন নতুন বিশ্বমানের হাসপাতাল হচ্ছে, সেখানে সেবার মূল্য বেশি। সেজন্য আমাদের সরকার স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোর আধুনিকায়ন করেছে। হাসপাতালগুলোর অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সিটি করপোরেশন ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত অর্থোপেডিক সেন্টার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের একটি জনপ্রিয় আস্থার প্রতীক হোক সেই কামনা করি।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের সভাপতিত্বে এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চট্টগ্রাম সিটি ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জব্বারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম চৌধুরী। সোসাইটির মহাসচিব কাজী শফিউল আজম, ট্রেজারার এম এ ছালাম, চট্টগ্রাম সিটি ইউনিটের সহসভাপতি আলমগীর পারভেজ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ট্রেজারার এম এ ছালামের ব্যক্তিগত অর্থায়নে প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে ফিজিও অর্থোপেডিক পুনর্বাসন সেবা কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে সেবা কেন্দ্রের মঙ্গল কামনা করে সবাই দোয়ায় অংশ নেন।

#

আকরাম/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৬০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৭১

**মাউই দ্বীপে দাবানলে প্রাণহানিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ড. মোমেনের শোকবার্তা**

ওয়াশিংটন ডিসি, 1৮ আগস্ট :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে. ব্লিঙ্কেনকে লেখা এক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপে ভয়াবহ দাবানলে প্রাণহানি ও সম্পদ ধ্বংসের ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন তার চিঠিতে বলেন, ‘আমি আপনার প্রতি, আপনার মাধ্যমে নিহত ও আহতদের পরিবার এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমাদের গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা ও নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।’ তিনি আরো বলেন, ‘মাউয়ের এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা এবং এই ধরনের দুর্যোগের সময় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাসের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ, আপনার এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের পাশে আছে এবং আপনাদের এ চ্যালেঞ্জিং সময়ে সমর্থন ও সংহতি জানাচ্ছি।’

উল্লেখ্য, গত ১৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু-এর নিকট এ চিঠি হস্তান্তর করেন।

#

সাজ্জাদ/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১২৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৭০

**মুম্বাইয়ে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি গভর্নরের মধ্যে বৈঠক**

ঢাকা, ৩ ভাদ্র (১৮ আগস্ট) :

মুম্বাইয়ে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার প্রধান কার্যালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি গভর্নর টি রবি শঙ্করের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে তারা ঐতিহ্যগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং কীভাবে প্রযুক্তি বিশ্বকে ডিজিটাল অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার দিকে চালিত করেছে সে বিষয়ে নিজেদের মতামত শেয়ার করেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী এসময় ইন্টারঅপারেবল লেনদেন সিস্টেম ব্যবহার করার উদ্যোগটি পরীক্ষা করা এবং আইসিটি বিভাগের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জয়েন্ট ইনোভেশন হাবে সহযোগিতা করতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আইসিটি বিভাগের ইডিজিই প্রকল্পের অধীনে আমরা ১০টি গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করছি। এ বিষয়ে একটি কার্যকরী সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) আমাদের মধ্যে সেতু তৈরি করতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়া আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) এর ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টস লিমিটেডের (এনআইপিএল) সিইও রিতেশ শুক্লারের সাথে বৈঠক করেন। মুম্বাইয়ের এনপিসিআই ভবনে আয়োজিতে এ বৈঠকে তারা টাকা-রুপি বিনিময় শুরুর পর ভোক্তা পর্যায়ে ক্রসবর্ডার লেনদেন সুবিধা চালু ও ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার ই-কমার্স পেমেন্ট সহজ করতে ডিজিটাল পেমেন্ট পরিকাঠামো নিয়ে তিনি আলাপ করেন। এসময় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ভারতের ডিজিটাল জাতীয় আইডি, আধার এবং ডিজিটাল ব্যক্তিগত ও পেশাদার রেকর্ডগুলি সংরক্ষণ এবং পরিবেশের জন্য ডিজি লকার কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে অবগত হন। তিনি ইউনাইটেড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) পেমেন্টের মতো বাংলাদেশের জন্য একটি সার্বভৌম রিয়েল-টাইম পেমেন্ট তৈরির বিষয়ে সহায়তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি আরো এগিয়ে নিতে আইসিটি বিভাগের সাথে প্রতিষ্ঠানটির  শিগগিরই একটি সমঝোতা চুক্তি করার বিষয়ে তারা সম্মত হন।

#

শহিদুল/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১২৪৪ ঘণ্টা